গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

# বাংলাদেশ রাবার নীতি ২০১০

১. **ভূমিকা :**

সভ্যতার বিকাশে রাবার একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। বিশ্বে প্রাকৃতিক রাবার থেকে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় প্রায় ৪৬ (ছেচল্লিশ) হাজার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক রাবারের অনন্য ভূমিকার কারণে বিশ্বে কৃত্তিম রাবারের পরিবর্তে প্রাকৃতিক রাবারের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলের পাহাড়, টিলা ও উচ্চভূমি যেখানে খাদ্য-শষ্য ও অন্যান্য ফসল ভাল জন্মায় না, এ সকল কম উর্বর জমিতে রাবার চাষ করে সফল রাবার বাগানের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক, শ্রমঘন ও পরিবেশ বান্ধব রাবার চাষ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে রাবার কাঠ দিয়ে বর্তমানে উন্নতমানের আসবাবপত্র এবং বিদেশে রাবার পার্টিকেল বোর্ড, লেমিনেটিং বোর্ড, HDF (HIGH DENSITY FIBRE), MDF (MEDIUM DENSITY FIBRE) ও LDF (LOW DENSITY FIBRE) ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। এ অবস্থায় অত্যন্ত লাভজনক, সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান রাবার শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন ও গবেষণা, সম্প্রসারণ, বাজারজাতকরণ, কাচাঁ রাবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার ও ক্ষয়রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ইত্যাদির স্বার্থে দেশে একটি কার্যকর রাবার নীতি থাকা একান্ত অপরিহার্য।

২. **প্রেক্ষাপট:**

ক. ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) একজন বিশেষজ্ঞের সমীক্ষায় এ দেশের জলবায়ু এবং পাহাড়, টিলা ও উঁচুভূমি রাবার চাষের উপযোগী মর্মে পেশকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে বন বিভাগ ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ৭১০.০০ একরের একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাবার চাষের সূচনা করে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএফআইডিসি'র নিকট রাবার চাষের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে রাবার চাষের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দেশে সৃজিত রাবার বাগান মূল্যায়নের জন্য সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের মাধ্যমে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বিএফআইডিসি'র রাবার চাষ প্রকল্পের অধীনে সৃজিত রাবার বাগানসমূহের মূল্যায়নপূর্বক একটি রিপোর্ট দাখিল করে। যা পরবর্তীতে পুর্নাংগ বাস্তবায়ন করা হয়নি। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের পর হতে একাধিক সমীক্ষায় রাবার চাষ অত্যন্ত লাভজনক এবং পরিবেশবান্ধব বলে প্রমাণিত হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিএফআইডিসি ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩২,৬৩৫.০০ একর রাবার বাগান সৃজন করে।

খ. সরকারী ঘোষনা অনুযায়ী বেসরকারীখাতে রাবার চাষ কর্মসূচী গ্রহণ করে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৫.০০ একরের ১৩০২টি প্লটে মোট ৩২,৫৫০.০০ একর জমি বিভিন্ন ব্যক্তি/ফার্মকে রাবার বাগান সৃজনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ১৩,০০০.০০ একর এবং বিভিন্ন চা বাগান ও প্রান্তিক চাষের আওতায় ২০,৮০০.০০ একর জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন রাবার মালিকগন বিএফআইডিসি হতে কারিগরী সহযোগিতা ও প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল গ্রহণ করে থাকে। দেশে কাঁচা রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট থেকে মাঝারি পর্যায়ের অনেকগুলো রাবার শিল্প গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে মাত্র ১০/১৫ টি শিল্প কারখানা ছিল তা আজ প্রায় ৪০০টিতে দাঁড়িয়েছে। এ সকল শিল্প কারখানায় হাওয়াই চপ্পল, টায়ার, টিউব, রাবার শিট, ডোর ম্যাট্রেস, বেল্ট, হোস পাইপ, গাম বুট, বেলুন ও নানা প্রকার রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরী হচ্ছে।

চলমান পাতা-২

গ. এফ.এ.ও বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা মোতাবেক ২০২০ সন নাগাদ দেশে ১,০০,০০০.০০ টন কাঁচা রাবারের প্রয়োজন হবে এবং এ জন্য ১,৮৫,০০০.০০ একর জমি রাবার চাষের আওতায় আনতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএফআইডিসি-র রাবার বাগানসমূহ এবং ব্যক্তি খাতে বরাদ্দকৃত জমিতে সৃষ্ট রাবার বাগানে উৎপাদিত রাবার দেশীয় চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পুরণ করছে। সরকারের ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাংলাদেশে রাবার চাষের লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী খাতে যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

৩. **প্রস্তাবিত রাবার নীতি:**

(১) বাংলাদেশে মোট বনভূমি ও বৃক্ষাবৃত্ত বন ভূমির পরিমান দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় আশংকাজনকভাবে কম। এ প্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ে সাফল্যজনক ভাবে নিবিড় বনভূমি সৃজনের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে রাবার চাষ সম্প্রসারণ।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান জেলাসমূহের অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর সিলেট জেলা অঞ্চল, ব্রাম্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা জেলার টিলাভূমি, ঢাকার গাজীপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর জেলার বনাঞ্চল ও গারো পাহাড়ের টিলাভূমি, উত্তরবংগের বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়ার বরেন্দ্র ভূমি এবং চা বাগানসমূহের অব্যবহৃত ভূমি রাবার চাষের জন্য অধিক উপযোগী হওয়ায় এ সকল অঞ্চলের যে সকল ভূমি রাবার চাষের জন্য যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে, ঐগুলোকে রাবার চাষের আওতায় আনয়ন।

(৩) দেশের চাহিদা অনুযায়ী যে সকল রাবার সামগ্রী বিদেশ হতে আমদানী করা হচ্ছে, ঐ সকল সামগ্রী দেশে উৎপাদনের স্বার্থে ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ভারী শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এর প্রধান কাঁচামাল রাবার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাবার চাষের উপযোগী ভূমিতে ব্যাপকভাবে রাবার চাষ সম্প্রসারণ।

(৪) ২০২০ সালের মধ্যে দেশকে কাঁচা রাবার এবং সকল প্রকার রাবারজাত দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে রাবার শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ও কমপক্ষে ১(এক) লক্ষ টন রাবার উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(৫) ২০৫০ সালের মধ্যে দেশকে কাঁচা রাবার এবং সকল প্রকার রাবারজাত দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ২,০০,০০০.০০ টন রাবার উৎপাদন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(৬) সরকারী খাতে রাবার চাষ কার্যক্রম বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় পরিচালিত হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ কর্পোরেশন লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্ষুদ্র থেকে বড় আকারের বাণিজ্যিক রাবার বাগান সৃজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৭) বেসরকারী খাতে যে জমি রাবার চাষের জন্য বরাদ্দ করা হবে, উক্ত জমিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাবার বাগান সৃজন সমাপ্ত করতে হবে। সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিতে সফল রাবার বাগান সৃজন করা না হলে ঐ জমির বরাদ্দ বাতিল করে পুনরায় তা আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মানুযায়ী বরাদ্দ করা হবে।

চলমান পাতা-৩

(৮) রাবার বাগানের জন্য নির্ধারিত ভূমি অবৈধ দখল হতে রক্ষার জন্য জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৯) রাবার চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং রাবার কাঠের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য টেলিভিশন, রেডিও ও দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ণ করবে।

(১০) তামাক চাষী ও জুমিয়া পরিবারকে পরিবার ভিত্তিক রাবার বাগান সৃজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান। এ ক্ষেত্রে এনজিও সমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(১১) রাবার চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ বন বিভাগের অন্যান্য বনায়ন কর্মসূচীতে রাবার চাষ অন্তর্ভুক্ত করা।

(১২) সম্প্রসারণ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারীভাবে বিএফআইডিসিকে এবং বেসরকারীখাতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি/ফার্মকে সরকারী খাস জমি বরাদ্দ করা।

(১৩) রাবার চাষের অনুপযোগী জমিতে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষাদি রোপন করা।

(১৪) প্রান্তিক চাষীসহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার বাগান সৃজনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(১৫) প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দৈব দুর্বিপাক থেকে রাবার বাগানসমূহ রক্ষার জন্য বীমা সুবিধা চালুর ব্যবস্থা করা।

(১৬) অর্থনৈতিক জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ কর্তণ করে তদস্থলে পুন: বাগান সৃজনের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা।

(১৭) অর্থনৈতিকভাবে জীবন চক্র হারানো রাবার গাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণের লক্ষ্যে দেশী বিদেশী উদ্যোক্তাদের সহায়তায় পাবলিক/প্রাইভেট পার্টনারশীপে শিল্প কারখানা স্থাপন।

(১৮) বিদ্যমান রাবার ক্লোনের উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ক্লোন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং সফল রাবার বাগান সৃজন, বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, কষ আহরণ, কষ প্রসেসিং ইত্যাদি কাজে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

(১৯) বিদেশ হতে উন্নত জাতের বীজ, বাড উড ও কারিগরী জ্ঞান সংগ্রহ করে তা রাবার বাগান সৃজনকারীদের মধ্যে সরবরাহ করা।

(২০) রাবারের গুনগতমান বজায় রাখার স্বার্থে প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন, আধুনিক কারখানা ও ধুমঘর স্থাপন।

(২১) ল্যাটেক্স কনসেনট্রেশন ফ্যাক্টরী স্থাপন ও পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্লক রাবার ফ্যাক্টরী স্থাপন।

(২২) রাবার বাগান এলাকায় সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো তৈরীর ব্যবস্থা করা।

(২৩) বাংলাদেশ রাবার নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃজন করা।

---

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-৪৪৬৫কম/এ-২৫০ বই, ২০১১।